সংবাদ

তারিখ ... JUN 26 2006 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

১০ স্কুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে

প্রতিনিধি, সিলেট

সিলেট শিক্ষা বোর্ড এসএসসি পরীক্ষায় ফল বিপর্যয়ের কারণে ১০টি বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে। ১৫ দিনের মধ্যে বিপর্যয়ের কারণ দর্শানোর জন্য একদিনের মধ্যে এসব বিদ্যালয়ে চিঠি দেয়া হতে পারে। বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, নির্দিষ্ট কারণ ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হলে প্রতিষ্ঠানগুলোর এমপিও বাতিল, এমনকি একাডেমিক স্বীকৃতিও বাতিল হতে পারে। সিলেট মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের একটি সূত্র এ তথ্য জানায়।

সূত্র জানায়, ফল বিপর্যয়কারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দু'ধাপে শাস্তির আওতায় আনা হবে। এসব উচ্চবিদ্যালয়ের প্রথম ধাপে রয়েছে ৩টি স্কুল। এগুলোতে এ বছর এসএসসিতে পাসের হার ছিল শূন্য। বিদ্যালয়গুলো হলো কোম্পানীগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়, হবিগঞ্জ সদরের হাজী মো. আলীমুদ্দিন উচ্চবিদ্যালয় ও মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার বিসামনি উচ্চবিদ্যালয়। এ ৩টি উচ্চবিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষার্থী পাস করতে পারেনি। পরীক্ষায় রনিখাই হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী উচ্চবিদ্যালয় থেকে ৯ জন, হাজী মো. আলীমুদ্দিন উচ্চবিদ্যালয় থেকে ৮ জন এবং বিসামনি উচ্চবিদ্যালয় থেকে ৩ জন

সিলেট শিক্ষা বোর্ড

পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

এ ছাড়াও সিলেট শিক্ষা বোর্ডের নজরে রয়েছে আরও ৭টি বিদ্যালয়। এসব বিদ্যালয় থেকে এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীরাও আশানুরূপ ফল করতে পারেনি। বিদ্যালয়গুলোর পাসের হার ২০ ভাগের নিচে। এ বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে সিলেট সদর উপজেলার উমাইরগাঁও উচ্চবিদ্যালয়। ১৮ জন, এর মধ্যে পাস করেছে মাত্র ১ জন। বালাগঞ্জ উপজেলার খর্দকারবাজার উচ্চবিদ্যালয় থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৩৬ জন, এর মধ্যে পাস করেছে মাত্র ৪ জন। বিশ্বনাথ উপজেলার আওগঞ্জ আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১৬ জন, এর মধ্যে পাস করেছে মাত্র ৩ জন। হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলার হিয়ালা উচ্চবিদ্যালয় থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৩৭ জন, এর মধ্যে পাস করেছে মাত্র ৪ জন। চুনারুঘাট উপজেলার শানখাল উচ্চবিদ্যালয় থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১৩ জন, এর মধ্যে পাস করেছে মাত্র ২ জন। নবীগঞ্জ উপজেলার ইনাতগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয় থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৮০ জন, এর মধ্যে পাস করেছে মাত্র ১৩ জন। সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার গৌছিয়া সিকান্দার উচ্চবিদ্যালয় থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ২১ জন, এর মধ্যে পাস